উচ্চ মাধ্যমিক - বাংলা ২য় পত্র। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের আলোকে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমাধান।

পরীক্ষার্থী- ২০২৫

২। বানান..... ৫ নম্বর

ক)

ধাপ: ১

I. আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

II. বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত 'অ-তৎসম' শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

ধাপ: ২

III. ণত্ব-বিধান বলতে কী বোঝ? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

IV. ষত্ব-বিধান বলতে কী বোঝ? ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

V. তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

অতিরিক্ত:

VII. বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। (ঢা.বো-২৩,২৪)

(আলাদাভাবে পড়ার দরকার নেই। পূর্বপঠিত নিয়মগুলোর মধ্যে যেকোনো পাঁচটি লিখলেই চলবে।)

অথবা

খ) প্রদত্ত ৮ টি ভুল বানানের শব্দের মধ্যে ৫ টি শব্দকে শুদ্ধরূপে লিখতে হবে।

সমাধান:

ধাপ: ১

I. আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

১। যে সব তৎসম শব্দে ই-কার এবং ঈ-কার উভয়-ই শুদ্ধ সেসব শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- কিংবদন্তি, কাহিনি, পদবি, শ্রেণি।

২। 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- সোনালি, রূপালি, বর্ণালি।

৩। ভাষা ও জাতিবাচক শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- বাঙালি, জাপানি, ইরানি, ইংরেজি।

৪। বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- দেখি, শুনি, পড়ি, লেখি, বলি।

৫। সকল অ-তৎসম শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- পাখি,হাতি, দিঘি ,শাড়ি।

৬। অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে 'কি' শব্দটি লিখতে হবে। যেমন:- সে কি এসেছিল? তুমিও কি যাবে?

৭। স্ত্রীবাচক অতৎসম শব্দে ই-কার হয়। যেমন:- মামি, চাচি, দাদি, নানি, ভাবি।

II. বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত অ-তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

১। সকল অ-তৎসম শব্দের বানানে ই-কার হবে। যেমন:- বাঙালি, আসামি, সরকারি।

২। সকল অ-তৎসম শব্দের বানানে উ-কার হবে। যেমন:- কুলা, চুন, মুলা, খুশি।

৩। অ-তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহার করা যাবে না। যেমন:- গভর্নর, ঝরনা, রানি, কোরান ।

৪। অ-তৎসম শব্দে 'ষ' ব্যবহার করা যাবে না। যেমন:- পোশাক, বেহেশত, শার্ট, স্টোর, স্টেশন।

৫। হস্ চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জিত হবে। যেমন:- টক, টাক, ডিশ, শখ, বক ।

৬। বিশেষণ পদ সাধারণত পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন:- লাল পদ্ম, নীল আকাশ।

ধাপ: ২

III) ণত্ব-বিধান বলতে কী বোঝ? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ণত্ব-বিধান : তৎসম শব্দে মূর্ধন্য-ণ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকেই ণত্ব-বিধান বলে। ণত্ব-বিধানের নিয়মগুলো হলো-

১। সাধারণভাবে তৎসম শব্দে ঋ,র,ষ-এর পর মূর্ধন্য-'ণ' হয়। যেমন:- ঋণ, রণ, ভাষণ।

২। ঋ,র,ষ-এর পর যে কোন স্বরধ্বনি, ক-বর্গীয় ধ্বনি,প-বর্গীয় ধ্বনি, য,য়,হ কিংবা 'ং' থাকলেও তারপরে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন:- অর্পণ, গ্রহণ, ভ্রাম্যমাণ, অগ্রহায়ণ, কৃপণ।

৩। ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনে মূর্ধন্য-'ণ' হয়। যেমন:- কণ্ঠ, কাণ্ড, ঘণ্টা, দণ্ড।

৪। প্র, পরা, পরি, নির- এই চারটি উপসর্গের পর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-'ণ' হয়ে যায়। যেমন:- প্রণাম, পরিণাম, পরিণত, নির্ণয়।

৫। কিছু তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-'ণ' হয়। যেমন:- লাবণ্য, লবণ, বাণিজ্য, মণ, বীণা।

IV) ষত্ব-বিধান কী? ষত্ব-বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ষত্ব বিধান: তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহারের সঠিক নিয়মকেই ষত্ব-বিধান বলে।

ষত্ব-বিধানের নিয়মগুলো হলো-

১। সাধারণভাবে তৎসম শব্দে 'ঋ' বা 'র' এর পরে 'মূর্ধন্য-ষ' হয়। যেমন:- ঋষি, কৃষক, বর্ষা।

২। ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনে 'মূর্ধন্য-ষ' হয়। যেমন:- কষ্ট, সৃষ্টি, বৃষ্টি, ওষ্ঠ, কনিষ্ঠ ।

৩। তৎসম শব্দের বানানে 'অ','আ' ছাড়া অন্য সব স্বরবর্ণের পর সাধারণত 'মূর্ধন্য-ষ' হয়। যেমন:- ঈষৎ, ঊষা, ঔষধ, ভবিষ্যৎ ।

৪। তৎসম শব্দে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর সাধারণত 'মূর্ধন্য-ষ' হয়। যেমন:- অভিষেক, আবিষ্কার, অনুষ্ঠান, সুষম।

৫। কিছু তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন:- পাষাণ, মানুষ, ভাষা, আষাঢ়।

V. তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

১। যে সব তৎসম শব্দে ই-কার এবং ঈ-কার উভয়-ই শুদ্ধ সেসব শব্দে ই-কার হবে। যেমন:- কিংবদন্তি, কাহিনি, পদবি, শ্রেণি।

২। তৎসম শব্দে রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: ধর্ম, কর্ম, সূর্য ।

৩। তৎসম শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনে 'মূর্ধন্য-ষ' হয়। যেমন:- কষ্ট, সৃষ্টি, বৃষ্টি, ওষ্ঠ, কনিষ্ঠ।

৪। তৎসম শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনে মূর্ধন্য-'ণ' হয়। যেমন:- কণ্ঠ, কাণ্ড, ঘণ্টা, দণ্ড।

৫। শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: প্রধানত, কার্যত, মূলত, প্রথমত।

অতিরিক্ত

V. বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(বানান অধ্যায়ে পঠিত নিয়মগুলোর মধ্যে যেকোনো পাঁচটি নিয়ম লিখলেই হবে)

অথবা খ)

প্রদত্ত ৮ টি ভুল বানানের শব্দের মধ্যে ৫ টি শব্দকে শুদ্ধরূপে লিখতে হবে।

ধাপ: ৩ *I. নিচের শব্দগুলোর বানান শুদ্ধ করে লেখ।*

বানান অনুশীলন (বোর্ড প্রশ্ন = ২০২৪ – ২০১৬)

অপেক্ষমাণ, অত্যন্ত, অধ্যয়ন, অপরাহ্ণ, অধীন, অহোরাত্র, অনসূয়া, অতিথি, অমাবস্যা, আষাঢ়, আবিষ্কার, আকাঙ্ক্ষা, আশিস, আশীর্বাদ, আনুষঙ্গিক, আইনজীবী, ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে, উচ্ছ্বাস, উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত, উদীচী, উজ্জ্বল, ঊর্ধ্ব, ঐকমত্য, ঐকতান, ঔজ্জ্বল্য, কথোপকথন, কটূক্তি, কর্নেল, কর্মজীবী, কিংবদন্তি, কুজ্ঝটিকা, কূপমণ্ডূক, কৃতিত্ব, কৃত্তিবাস, কৃচ্ছ্রতা, ক্ষতিগ্রস্ত, গৌণ, গীতাঞ্জলি, গ্রন্থাবলি, জ্যৈষ্ঠ, জাজ্বল্যমান, জ্যেষ্ঠ, টুর্নামেন্ট, দরিদ্রতা/দারিদ্র্য, দায়িত্ব, দৈন্য/দীনতা, দিবারাত্র, দুস্থ, দুরবস্থা, দুর্বিষহ, দুর্বলতা, দুর্দম, ধ্বংস, নমস্কার, ন্যূনতম, ননদি, নূপুর, নিরপরাধ, নির্দোষ, নিশীথিনী, নীরব, নীরস, পরজীবী, পরান, পল্লিগ্রাম, পিতৃদত্ত, পেশাজীবী, প্রতিযোগিতা, পৈতৃক, পুনর্নির্মাণ, পূর্বাহ্ণ, পিপীলিকা, প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রাতর্ভ্রমণ, প্রাণপুরুষ, প্রাণিবিদ্যা, পুরস্কার, পাণিনি, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রজ্বলন, পোস্টমাস্টার, প্রবহমান, প্রণয়ন, প্রণয়িনী, প্রত্যুষ, ফটোস্ট্যাট, বনস্পতি, বন্দ্যোপাধ্যায়, বহিষ্কার, বয়ঃজ্যেষ্ঠ, বাণিজ্য, বাল্মীকি, বাঞ্ছনীয়, বিড়ম্বনা, বিদ্বান, বাঙালি, বিদুষী, বিভীষিকা, বিভীষণ, ব্যুৎপত্তি, বুদ্ধিজীবী, বৈয়াকরণ, ব্যবহার, ভুল, ভাষণ, ভীষণ, ভুবন, ভৌগোলিক, মনঃকষ্ট, মনঃপুত, মরীচিকা, মনীষা, মনীষী, মন্ত্রিসভা, মহত্ত্ব, মহীয়সী, মনোযোগ, মাধুর্য/মধুরতা, মুমূর্ষু, মুহুর্মুহু, মূর্ছনা, রেজিস্ট্রেশন, লবণ, লজ্জাকর, শারীরিক, শাশুড়ি, শাশ্বত, শিরশ্ছেদ, শিরোমণি, শুধু, শুশ্রূষা, শ্বশুরবাড়ি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, শ্রমজীবী, শ্রেণি, শ্মশান, সত্তা, সহযোগিতা, সমীচীন, সরস্বতী, সংবর্ধনা, সচিত্র, সন্ন্যাসী, সম্মাননীয়, সবান্ধব, সর্বস্বান্ত, সর্বস্ব, সলজ্জ, সান্ত্বনা, সুস্থ, সুষ্ঠু, সূচিপত্র, স্টেডিয়াম, স্টেশন, সোনালি, স্বত্ত্বাধিকারী, স্বাতন্ত্র্য, স্বাবলম্বন, স্রোতস্বিনী, সান্ত্বনা, স্বামীগৃহ, স্বাগত, স্নেহাশিস, হীনম্মন্যতা।

নমুনা প্রশ্ন: ২। ক) তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা, খ) প্রদত্ত শব্দগুলোর সঠিক বানান লেখ: (যেকোনো পাঁচটি)

মুমুর্স, উদিচী, শান্তনা, স্বরস্বতী, কথপোকথোন, শিরচ্ছেদ, দন্দ, বাল্মিকি।

মো. হুমায়ন ফরিদ
প্রভাষক (বাংলা)
বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
নির্ঝর, ঢাকা সেনানিবাস।
কথাসংখ্যা- ০১৭২৫৮৮৯৫১১

ভূতপূর্ব
প্রভাষক- ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস
সহকারী শিক্ষক – পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর
সহকারী শিক্ষক – সাভার ল্যাবরেটরি স্কুল